রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

**শনিবার, নভেম্বর ২৭, ২০২১**

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ মোতাবেক ২৭ নভেম্বর, ২০২১

নিম্নলিখিত বিলটি ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ মোতাবেক ২৭ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

## বা. জা. স. বিল নং ৩৮/২০২১

## Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance, 1976 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হইয়াছে; এবং


**মূল্য :** টাকা ৮.০০

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance, 1976 (Ordinance No. XXX of 1976) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(ক) **"বিচারক"** অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের কোনো বিচারক এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও উক্ত কোর্টের কোনো বিভাগের অতিরিক্ত বিচারকগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন; এবং

(খ) **"তফসিল"** অর্থ এই আইনের তফসিল।

৩। **কর্তব্যকালীন ভ্রমণ।**—কোনো বিচারক কর্তব্যকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করিলে তিনি তফসিল ১ এ উল্লিখিত হারে ভ্রমণ ভাতা ও সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

**ব্যাখ্যা।**—এই ধারায় উল্লিখিত "কর্তব্যকালীন ভ্রমণ" অর্থে, অবকাশকালীন বিচারক ব্যতীত, কোনো বিচারকের অবকাশকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ভ্রমণ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা :—

(ক) সুপ্রীম কোর্টের অবকাশকালীন কোনো কর্তব্য সম্পাদন করা;

(খ) বিচারক হিসাবে তাঁহার কর্মে থাকাকালীন কোনো দপ্তর বা পদে কার্য সম্পাদন করা; এবং

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত কর্তব্য বা কার্য সম্পাদন করিতে যে স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করা হইয়াছিল সেই স্থানে ফিরিয়া আসা।

৪। **যানবাহন পরিবহণ।**—(১) কোনো বিচারক তাঁহার নিজস্ব গাড়ি, স্বীয় ঝুঁকিতে, আবদ্ধ রেলওয়ে ভ্যান, ফেরি, জাহাজ বা স্টিমারে পরিবহণের ক্ষেত্রে পরিশোধিত প্রকৃত খরচসহ একজন গাড়ি চালক অথবা একজন গাড়ি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর জন্য প্রযোজ্য সর্বনিম্ন হারে ভাড়া প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোনো বিচারক ভ্রমণকালীন যাত্রাবিরতি স্থানে ট্যাক্সি ভাড়া করিতে পারিবেন এবং উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত খরচের পরিবর্তে ট্যাক্সি ভাড়ার প্রকৃত খরচ প্রাপ্য হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, ভাড়া হিসাবে আদায়যোগ্য মোট খরচ বিচারকের সদর দপ্তর হইতে যাত্রাবিরতি স্থলে তাঁহার নিজস্ব গাড়ি পরিবহণের খরচের অধিক হইবে না।

৫। **দৈনিক ভাতা।**—কোনো বিচারক সুপ্রীম কোর্টের সদর দপ্তরের বাহিরে দায়িত্ব পালনকালে যেকোনো মেয়াদে অবস্থানের জন্য তফসিল ২ এ উল্লিখিত হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

৬। **দায়িত্ব বহির্ভূত ভ্রমণ।**—কোনো বিচারক ছুটিতে যাওয়া বা ছুটি হইতে ফিরিয়া আসা বা বাংলাদেশের বাহিরে অবকাশ যাপন করিয়া দায়িত্ব পুনঃগ্রহণের উদ্দেশ্যে ফিরিয়া আসা বা অবসর পরবর্তীকালে নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন, যথা :—

(ক) ট্রেনে, লঞ্চে, জাহাজে বা স্টিমারে ভ্রমণ করিলে নিজের জন্য ভাড়া পরিশোধ ব্যতীত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের জন্য সংরক্ষিত দুই বার্থের প্রথম শ্রেণির একটি কম্পার্টমেন্ট বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচের একটি ক্যুপে কম্পার্টমেন্ট বা প্রথম শ্রেণির একটি কেবিন; এবং

(খ) আকাশ পথে ভ্রমণ করিলে স্বীয় পরিশোধিত বিমান ভাড়া প্রত্যর্পণ।

৭। **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত কোনো ব্যক্তির বিচারক হিসাবে যোগদানের নিমিত্ত ভ্রমণ।**—(১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত কোনো ব্যক্তি বিচারক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে উক্ত পদে যোগদানের নিমিত্ত ভ্রমণকালে তাঁহার ভ্রমণ ভাতাদি সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত বিধানাবলি অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(২) এইরূপ ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছায় উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ভ্রমণ ভাতা উত্তোলনের পরিবর্তে তফসিল ৩ এ উল্লিখিত হারে ভাতা ও সুবিধাদি দাবি করিতে পারিবেন।

৮। **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত নহেন এইরূপ ব্যক্তির বিচারক হিসাবে যোগদানের নিমিত্ত ভ্রমণ।**—বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত নহেন এইরূপ ব্যক্তি বিচারক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে উক্ত পদে যোগদানের নিমিত্ত ভ্রমণকালে তিনি তফসিল ৩ এ উল্লিখিত হারে ভ্রমণ ভাতা ও সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

৯। **সংক্ষিপ্ত পথে ভ্রমণ।**—যেক্ষেত্রে ভ্রমণের জন্য একাধিক যাত্রাপথ রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততম এবং স্বল্পতম ব্যয়ের যাত্রাপথের ভ্রমণ ভাতা দাবি করিতে হইবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance, 1976 (Ordinance No. XXX of 1976), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত Ordinance এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কাজ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ বা সূচিত কোনো কার্যক্রম এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, জারীকৃত, প্রদত্ত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এই আইনের অধীন নিষ্পত্তি হইবে।

১১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) মূল বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**তফসিল ১**
**[ধারা ৩ দ্রষ্টব্য]**
**কর্তব্যকালীন ভ্রমণ ভাতা ও সুবিধাদি**

| ক্রমিক নং | ভ্রমণের ধরন | প্রাপ্য ভাতার হার ও সুবিধাদি |
|---|---|---|
| ১। | সড়ক পথে ভ্রমণ | প্রতি কিলোমিটার ভ্রমণের জন্য ৩.৭৫ (তিন দশমিক সাত পাঁচ) টাকা। |
| ২। | রেল পথে ভ্রমণ | (১) (ক) নিজ কর্তৃক কোনো ভাড়া পরিশোধ ব্যতীত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের জন্য সংরক্ষিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দুই বার্থে প্রথম শ্রেণির একটি কম্পার্টমেন্ট বা একটি ক্যুপে কম্পার্টমেন্ট; অথবা<br>(খ) নিজে ভাড়া পরিশোধ করিয়া থাকিলে মাশুলসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণির একটি ভাড়া প্রত্যর্পণ;<br>(২) ২ (দুই) জন ব্যক্তিগত পরিচারকের জন্য সর্বনিম্ন শ্রেণির প্রকৃত পরিশোধিত ভাড়ার প্রত্যর্পণ; এবং<br>(৩) বিনামূল্যে অনুমোদিত পণ্য পরিবহণের অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১১২ (একশত বারো) কিলোগ্রাম পণ্য পরিবহণের জন্য ব্যয়কৃত প্রকৃত খরচের প্রত্যর্পণ। |

| ক্রমিক নং | ভ্রমণের ধরন | প্রাপ্য ভাতার হার ও সুবিধাদি |
|---|---|---|
| ৩। | সমুদ্রপথে বা নদীপথে স্টিমারে, জাহাজে বা লঞ্চে ভ্রমণ | (১) (ক) নিজ কর্তৃক কোনো ভাড়া পরিশোধ ব্যতীত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের জন্য সংরক্ষিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণির একটি কেবিন; অথবা<br>(খ) নিজে ভাড়া পরিশোধ করিয়া থাকিলে প্রথম শ্রেণির একটি ভাড়া প্রত্যর্পণ;<br>(২) ২ (দুই) জন ব্যক্তিগত পরিচারকের জন্য খাওয়ার খরচ বিয়োজন করিয়া সর্বনিম্ন শ্রেণির হারে ভাড়া পরিশোধিত হইলে উক্ত প্রকৃত পরিশোধিত ভাড়ার প্রত্যর্পণ; এবং<br>(৩) বিনামূল্যে অনুমোদিত পণ্য পরিবহণের অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১১২ (একশত বারো) কিলোগ্রাম পণ্য পরিবহণের জন্য ব্যয়কৃত প্রকৃত খরচের প্রত্যর্পণ। |
| ৪। | আকাশপথে ভ্রমণ | (১) নিজ কর্তৃক প্রকৃত পরিশোধিত বিমান ভাড়ার প্রত্যর্পণ;<br>(২) টিকেটের বিপরীতে প্রাপ্ত বিনামূল্যে পরিবহণের জন্য অনুমোদিত পণ্যসহ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কিলোগ্রাম পর্যন্ত পণ্য পরিবহণ ব্যয়ের প্রত্যর্পণ;<br>(৩) ২ (দুই) জন ব্যক্তিগত পরিচারকের জন্য খাওয়ার খরচ বিয়োজন করিয়া সর্বনিম্ন শ্রেণির হারে রেলপথ, স্টিমার বা বাস ভাড়া পরিশোধিত হইলে উক্ত প্রকৃত পরিশোধিত ভাড়ার প্রত্যর্পণ; এবং<br>(৪) সাশ্রয়ী হইলে বিচারক নির্ধারিত ফ্লাইটের ফিরতি টিকেট ক্রয় করিবেন; এবং<br>(৫) ভ্রমণের অংশ বা সংযোগ হিসাবে আকাশপথে ভ্রমণের প্রয়োজন হইলে একজন বিচারক তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচারক এবং পণ্যসহ রেলপথে ভ্রমণের সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন। |

## তফসিল ২
[ধারা ৫ দ্রষ্টব্য]
### দৈনিক ভাতা

সুপ্রীম কোর্টের সদর দপ্তরের বাহিরে দায়িত্ব পালনকালীন যেকোনো মেয়াদে অবস্থানকালে কোনো বিচারক ছুটির দিনসহ প্রতি দিনের জন্য ১,৪০০ (এক হাজার চারশত) টাকা হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

**তফসিল ৩**

[ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) ও ধারা ৮ দ্রষ্টব্য]

বিচারক পদে যোগদানকালে ভ্রমণ ভাতা ও সুবিধাদি

| ক্রমিক নং | ভ্রমণের ধরন | প্রাপ্য ভাতার হার ও সুবিধাদি |
|---|---|---|
| ১। | রেলপথে, লঞ্চে জাহাজে বা স্টিমারে ভ্রমণ | (১) (ক) নিজের জন্য ভাড়া পরিশোধ ব্যতীত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের জন্য সংরক্ষিত দুই বার্থের প্রথম শ্রেণির একটি কম্পার্টমেন্ট বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচের একটি ক্যুপে কম্পার্টমেন্ট বা প্রথম শ্রেণির একটি কেবিন; অথবা<br>(খ) নিজে ভাড়া পরিশোধ করিয়া থাকিলে মাশুলসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণির একটি ভাড়া প্রত্যর্পণ;<br>(২) স্ত্রী বা ক্ষেত্রমত, স্বামী এবং তাঁহাদের সহিত সাধারণত বসবাসরত সৎ সন্তানসহ সন্তানদের জন্য নিজে ভাড়া পরিশোধ করিয়া থাকিলে উক্ত প্রকৃত পরিশোধিত প্রথম শ্রেণির ভাড়ার প্রত্যর্পণ;<br>(৩) সর্বোচ্চ ৩ (তিন) জন ব্যক্তিগত পরিচারকের জন্য সর্বনিম্ন হারে সড়ক, রেল বা স্টিমার ভাড়া পরিশোধিত হইলে উক্ত প্রকৃত পরিশোধিত ভাড়ার প্রত্যর্পণ;<br>(৪) সড়ক পথে বা পণ্যবাহী ট্রেন বা স্টিমারে স্বীয় ঝুঁকিতে সর্বোচ্চ ২,২৫৯ (দুই হাজার দুইশত ঊনষাট) কিলোগ্রাম ব্যক্তিগত পণ্য পরিবহণের প্রকৃত ভাড়ার প্রত্যর্পণ; এবং<br>(৫) ট্রেন, ফেরি, জাহাজ বা স্টিমারে স্বীয় ঝুঁকিতে নিজস্ব মোটরগাড়ি পরিবহণের খরচ প্রত্যর্পণ। |
| ২। | আকাশপথে ভ্রমণ | (১) নিজের, তাঁহার স্ত্রী বা ক্ষেত্রমত, স্বামী এবং তাঁহাদের সহিত সাধারণত বসবাসরত সৎ সন্তানসহ সন্তানদের জন্য প্রকৃত পরিশোধিত সর্বোচ্চ শ্রেণির বিমান ভাড়ার প্রত্যর্পণ;<br>(২) সর্বোচ্চ ৩ (তিন) জন ব্যক্তিগত পরিচারকের জন্য সর্বনিম্ন হারে সড়ক, রেল বা স্টিমার ভাড়া পরিশোধিত হইলে উক্ত প্রকৃত পরিশোধিত ভাড়ার প্রত্যর্পণ; এবং<br>(৩) ট্রেন, ফেরি বা স্টিমারে স্বীয় ঝুঁকিতে নিজস্ব মোটরগাড়ি পরিবহণের খরচ প্রত্যর্পণ। |

## উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের ভ্রমণ ভাতা-সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করিয়া Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance, 1976 প্রণয়ন করা হয়।

খ) সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং-১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হয়। পরবর্তিতে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয়। অপরদিকে ২০১৩ সনের ৬নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance, 1976 কার্যকর রাখা হয়।

গ) উল্লিখিত অধ্যাদেশটির আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচন করিয়া সরকার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন আকারে 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১' প্রণয়ন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

ঘ) 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১' শীর্ষক বিলে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে বিধায় উহা উত্থাপনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য-রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঙ) বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১' শীর্ষক বিল মহান জাতীয় সংসদের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করিতেছি।

**আনিসুল হক**
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

---

**কে, এম, আব্দুস সালাম**
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.